

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



PRESIDENT  
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH  
BANGABHABAN, DHAKA

01 Poush 1427  
16 December 2020

## Message

December 16<sup>th</sup> is our great Victory Day. On this day in 1971, we achieved our long-cherished victory after a long struggle and bloodshed war. On the eve of the joyous victory day, I extend my sincere felicitations and warm greetings to my fellow countrymen living at home and abroad.

In the history of eternity, Independence is the greatest achievement of the Bangali nation. It enabled us to achieve a sovereign country, independent nationhood, a sacred constitution, own map and a red-green flag. However, it was not too easy to attain in a day. Behind the achievement, there was a prolonged history of deprivation, sanguinary struggle and supreme sacrifice of our people. The seeds of independence that was sown in the Language Movement in 1952 subsequently came into being on 26 March in 1971 through the proclamation of Independence by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, overcoming various ups and downs and staging long movement and agitation. The final victory was achieved through a nine-month long war of liberation against Pakistani invading forces under Bangabandhu's leadership and guidance on 16 December in 1971.

Today, I recall with profound respect Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangali of all time. I pay my deep homage to the valiant freedom fighters who made supreme sacrifice in the war of liberation for the cause of country's independence. I remember with gratitude the four national leaders who led the government during the war of liberation on behalf of Bangabandhu. I also pay my respect to the people of all walks of life, including the heroic freedom fighters, the organisers and supporters of the liberation war, foreign friends, war-wounded individuals and members of the martyrs' families, who directly and indirectly contributed to our victory. The nation recalls their contributions with utmost respect.

The aims of our independence were to attain political sovereignty as well as people's economic emancipation. Returning to the newly independent country after being freed from Pakistan's prison, Father of the Nation Bangabandhu started his journey for achieving economic self-sufficiency by rebuilding economy and infrastructure of the war-ravaged country, keeping the aims of independence in mind. He called for an agricultural revolution and launched a movement against corruption, black marketeers, profiteers and looters. But the progress of country's democracy and development came to a halt after the brutal assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his near and dear ones being committed by a group of anti-liberation forces on August 15, 1975. Subsequently, the autocratic and undemocratic government was emerged.

Overcoming various ups and downs, now a democratic government has been established in the country. With the spirit and values of our liberation war and independence, the Government under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has taken 'Vision 2021', 'Vision 2041' and hundred-year long 'Bangladesh Delta Plan 2100' to materialise the unfinished tasks of Bangabandhu. The objectives of these plans are to attain the targets of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 and to turn Bangladesh into a developed and prosperous country by 2041 respectively. Despite various adversities, sustained economic growth in recent years is continuing due to manifold public welfare-oriented programmes being implemented by the government. Country is advancing in every socio-economic index, including health, education, women's empowerment, etc. The per capita income and average life expectancy of our people has also increased. Bangladesh, in the meantime, has been recognised as a developing country from a least developed country.

Continued page no. 02

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



PRESIDENT  
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH  
BANGABHABAN, DHAKA

Page no.02

The construction work of the Padma Bridge, which is being constructed by our own resources, is about to completion. Besides, some mega projects like Metro Rail, Payra Sea Port, Karnaphulli Multipurpose Tunnel, Elevated Expressway, Rooppur Nuclear Power Plant are being implemented. Bangladesh is now a proud member of the elite satellite club through launching the Bangabandhu-1 Satellite into space. All-out cooperation as well as a positive change of outlook of our people is imperative to take this ongoing development trend forward.

Our foreign policy is being exercised in accordance with the principle of "Friendship to all, malice towards none" as enunciated by Father of the Nation. Bangladesh believes in world peace and harmony. Bangladesh has set a unique example of humanity in international arena by providing shelter to millions of forcibly displaced and tortured Rohingyas fled from Myanmar. We believe in a peaceful resolution of the crisis. I urge the UN and the international community including Myanmar to take immediate effective measures to settle the problem permanently. Our expatriate Bangladeshis are making a significant contribution to the national economy by sending their hard-earned remittances to the country. The nation acknowledges their contribution with gratitude.

The global epidemic COVID-19 has put human civilization to the brink of one of the worst disasters in history. Everyday thousands of people are adding to the procession of death and being infected. The economy of the whole world has collapsed; billions of people have become unemployed. Bangladesh is no exception. Bangladesh is successfully coping with the Corona situation, due to the 31-point directives and the timely decision given by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and tireless efforts of all concerned to deal with this unexpected situation. To win the Corona War, I call upon the people to follow health guidelines properly.

The whole nation is celebrating 'Mujib Year 2020', the birth centenary celebration of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in a befitting manner this year. The Golden Jubilee celebration of our independence will be observed in 2021. Observing the two magnificent and landmark events with the participation of all, irrespective of party affiliation, I believe, will add a new dimension to the history of Bangali. We shall have to give institutional shape to democracy and the political parties will have to nurture the culture of mutual respect and of tolerance of others' opinion in order to deliver the benefits of independence at people's doorstep, which attained through the sacrifice of millions of martyrs. Let us contribute more from our respective position in implementing the spirit and values of war of liberation and take the nation towards the path of development and prosperity. Let our country turn into 'Sonar Bangla' (Golden Bengal) as dreamt of by our Father of the Nation Sheikh Mujibur Rahman. It is my expectation on the great Victory Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid



রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০১ পৌষ ১৪২৭  
১৬ ডিসেম্বর ২০২০

## বাণী

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অর্জন করি। বিজয়ের এই আনন্দঘণ মুহূর্তে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

মহাকালের ইতিহাসে স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জন আমাদের এনে দিয়েছে একটি সার্বভৌম দেশ, স্বাধীন জাতিসত্তা, পবিত্র সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে বীজ উৎপন্ন হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমি আজ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে যাঁরা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বসত্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্যস্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, লুটেরাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতার বিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে উন্নয়নের সেই গতি থমকে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের।

নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে সরকার 'ভিশন ২০২১', 'ভিশন ২০৪১' এবং শতবর্ষ মেয়াদি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো জাতিসংঘ 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০' অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
বঙ্গভবন, ঢাকা।

পাতা ০২

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বেড়েছে মাথাপিছু আয়, গড় আয়ুষ্কাল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন সমাপ্তির পথে। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী বহুমুখী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্রের মতো মেগাপ্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ ধারাকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন।

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’, জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা তাঁদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স দেশে প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। জাতি তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস মানবসভ্যতাকে ইতিহাসের এক চরম বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। প্রতিদিনই মৃত্যু ও আক্রান্তের মিছিলে যোগ হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। মুখ খুবড়ে পড়েছে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি, কর্মহীন হয়ে পড়েছে কোটি কোটি মানুষ। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১-দফা নির্দেশনা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। করোনায়ুদ্ধে জয়ী হতে আমি দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাই।

গোটা জাতি এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করছে। ২০২১ সালে উদযাপিত হবে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। দলমত নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান দুটির উদযাপন বাঙালির ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তাই আসুন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি, দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’। মহান বিজয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ